প্রথম আলো

তারিখ ..29 NOV..2015...
পৃষ্ঠা ..১০.. কলাম....২.....

নকল পরীক্ষার্থী

নৈতিকতার বোধ জাগ্রত হোক

এই দেশে একসময় পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা ছিল ব্যাপক। এখন তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে—এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে অনেকটাই বন্ধ হয়েছে; অন্তত এটা নিয়ে আগের মতো শোরগোল না হওয়ায় সে রকমই মনে হয়। এখন নতুন সমস্যা হিসেবে হাজির হয়েছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করার প্রবণতা। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রশ্নপত্র আসলে ফাঁস হয় না, তবু এ নিয়ে বেশ হইচই, এমনকি আন্দোলন-সংগ্রামও হয়। মেডিকেলের সাম্প্রতিক ভর্তি পরীক্ষা এর সবচেয়ে বড় নজির।

কিন্তু এ দুইয়ের বাইরে আরেকটা প্রবণতা আছে, যা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না। তা হলো নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে পরীক্ষার্থী সাজিয়ে পাস করার চেষ্টা। মানে নকল করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নয়, খোদ পরীক্ষার্থীই নকল। মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির পরীক্ষায় নকল পরীক্ষার্থী ধরা পড়ার খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এমনকি প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তার চাকরি পাওয়ার চেষ্টায় বিসিএস পরীক্ষায়ও নকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় 'প্রক্সি পরীক্ষা'।

গত শুক্রবার ঢাকার নার্সিং কলেজের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় 'প্রক্সি' দিতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছেন ২২ জন। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের সবাইকে সাত দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন কারাগারে। তাঁদের মধ্যে একজন নারীও আছেন।

সমস্যাটা নৈতিকতাবোধের; বিচারহীনতার পরিবেশে এ ধরনের প্রবণতা সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে এই ২২ জনের কারাদণ্ড একটা দৃষ্টান্তমূলক প্রতিকারের উদ্যোগ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শুধু কারাদণ্ড দিয়েই এ প্রবণতা দূর করা যাবে কি না, তা বলা খুব কঠিন। যাঁরা এ ধরনের অনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত হন, তাঁদের নৈতিকতার বোধ উন্নত হওয়া জরুরি। যাঁরা 'প্রক্সি' পরীক্ষা দিতে গিয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মানমর্যাদা যে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হলো, এই উপলব্ধি জাগা দরকার।